ছাত্রদল নেতা কমিশনার নিউটনকে গুলি করে হত্যা

যুগান্তর রিপোর্ট

ছাত্রদল কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি, ঢাকা ৮ নম্বর (মিরপুর) ওয়ার্ডের নবনির্বাচিত ওয়ার্ড কমিশনার সাইদুর রহমান নিউটন (৩৩) খুন হয়েছেন। গতকাল বেলা সাড়ে ১১টায় ধানমণ্ডি অর্কিড প্লাজা মার্কেটে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা তাকে গুলি করে হত্যা করে। তার শরীরে ২২টি বুলেট বিদ্ধ হয়। এ সময় তার বন্ধু ইসমাইল ও গাড়ির ড্রাইভার মিজানও গুলিবিদ্ধ হন। নিউটনের মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে মিরপুরে শত শত মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে আসে। তারা হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। নিউটন ছিলেন ছাত্রদলের সভাপতি ও লালবাগের এমপি নাসিরউদ্দিন পিন্টুর ছোট বোনের স্বামী।

যেভাবে খুন হলেন : গতকাল সকাল সোয়া ১০টার দিকে নিউটন মিরপুরের বাসা থেকে বন্ধু ইসমাইলকে সঙ্গে নিয়ে রেন্ট-এ-কারের মাইক্রোবাসে করে বের হন। তারা ধানমণ্ডি ২৭ নম্বর অর্কিড প্লাজা মার্কেটে দোতলায় শীতল হেয়ার-ড্রেসারে চুলে কলপ করাতে যান। মাইক্রোবাসটি (ঢাকা মেট্রো-চ-১১ ৩৬৬৮) মার্কেটের সামনে পার্ক করে ড্রাইভার মিজান গাড়িতেই বসে ছিলেন। নিউটন ও ইসমাইল প্রায় এক ঘণ্টা সেলুনে বসে চুলে কলপ করান। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে দুজন দোতলার সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসতে থাকেন। ঘাতকরা আগে থেকেই নিচতলায় সিঁড়ির পাশে ওঁৎ পেতে ছিল। নিউটন নিচতলার ফ্লোরে পা রাখা মাত্র সশস্ত্র তিন যুবক তাকে লক্ষ্য করে একসঙ্গে ২৫/২৬ রাউন্ড গুলি ছোড়ে। ২২টি বুলেট তার মাথা, বুক, পেট ও উরুতে বিদ্ধ হয়। গুলিবিদ্ধ হয়েও নিউটন নিজেকে রক্ষার চেষ্টা করেন কিন্তু সিঁড়ির মুখেই তিনি পড়ে যান। নিউটনের বন্ধু ইসমাইল পায়ে গুলিবিদ্ধ হন। দুর্বৃত্তরা এরপর নিউটনের ... মাইক্রোবাসটি লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি করে ...

হত্যা : কমিশনার নিউটন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মাইক্রোবাসের সাইড গ্লাস ভেঙে একটি গুলি ড্রাইভার মিজানের গলার চামড়া ভেদ করে যায়। এতে তিনি সামান্য আহত হন। এক থেকে দেড় মিনিটের মধ্যে দুর্বৃত্তরা তাদের মিশন সমাপ্ত করে পালিয়ে যায়। ২৭ নম্বরের গলি দিয়ে তারা দ্রুত পায়ে হেঁটে পালিয়ে যায়।

রক্ত আর রক্ত : নিউটনের বুলেটবিদ্ধ দেহ প্রায় ৮/১০ মিনিট মার্কেটের ফ্লোরে পড়ে ছিল। রক্তে মেঝে ভেসে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এ সময় মুমূর্ষু নিউটন শুধু গোঁ গোঁ শব্দ করছিলেন। বাঁ হাত ওঠানোর চেষ্টাও করেছিলেন। এ সময় ড্রাইভারের চিৎকারে আশপাশের লোকজন জড়ো হয়। তারা ধরাধরি করে রক্তাক্ত নিউটনকে মাইক্রোবাসে করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ময়না তদন্তের সময় ডাক্তাররা তার দেহ থেকে ৭টি বুলেট বের করেন। আরও বুলেট তার শরীরে ছিল।

ড্রাইভার মিজানের কথা : গলায় গুলিবিদ্ধ ড্রাইভার মিজানের কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। মিজান জানান, নিউটনের বাসার কাছেই তার রেন্ট-এ-কারের দোকান। গতকাল সকালে ইসমাইল গাড়ি আনতে দোকানে যান। নিউটনের কথা শুনে মিজান চলে আসেন। বাসা থেকে নিউটন ও ইসমাইল গাড়িতে করে ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজায় যান। মিজান আরও জানান, আমি গাড়িতেই বসা ছিলাম। হঠাৎ গুলির শব্দ শুনে দেখি অস্ত্র হাতে তিন যুবক গুলি করছে। গুলিবিদ্ধ হয়ে নিউটন মাটিতে পড়ে যান। এরপর যুবকরা আমাকে লক্ষ্য করে গাড়িতে গুলি করে। তার মতে, আহত নিউটনকে যাতে দ্রুত হাসপাতালে না নিতে পারি এজন্য দুর্বৃত্তরা আমাকে খুন করতে চেয়েছিল।

ইসমাইলের কথা : গতকাল নিউটনের বড় ভাই তপনের বৌভাতের অনুষ্ঠান ছিল ধানমন্ডি রজনীগন্ধা কমিউনিটি সেন্টারে। এজন্য নিউটন গত দু'দিন ব্যস্ত সময় কাটিয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার রাতে অর্কিড প্লাজা থেকে নিউটন চুল কাটান। গতকাল সকালে চুলে কলপ দিতে আসেন। ইসমাইল জানান, আমরা নিচে নামার সঙ্গে সঙ্গে ৪/৫ জন দুর্বৃত্ত গুলি করে। আমি পায়ে গুলিবিদ্ধ হই। কিন্তু দুর্বৃত্তরা নিউটনকে উপর্যুপরি গুলি করে। সবার হাতেই ছোট ছোট অস্ত্র ছিল। তবে হাসপাতালে উপস্থিত সবাই বলাবলি করছিল, এতগুলো গুলি ছোড়া হলেও কেবল একটি গুলি ইসমাইলের পায়ে বিদ্ধ হল, শরীরের অন্য কোথাও গুলি বিদ্ধ হল না কেন?

হাসপাতালের দৃশ্য : নিউটনের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে মিরপুরসহ রাজধানীর বিভিন্ন স্থান থেকে বিএনপির অসংখ্য নেতাকর্মী হাসপাতালে ছুটে আসেন। হাসপাতাল মর্গের ছোট কক্ষটিতে তিল ধারণের স্থান ছিল না। লাশের ওপর আছড়ে পড়েন তারা। ট্রলির ওপর রাখা নিউটনের সারা শরীর থেকে রক্ত ঝরছিল। নিউটনের স্ত্রী মিষ্টি, বাবা হাজী মোঃ অলিউর রহমান, ভাই তপন ও মিল্টন হাসপাতালে আসার পর এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। হাসপাতাল জুড়ে কান্নার রোল পড়ে যায়। নিউটনের বাবা
হাত তুলে মোনাজাত করে বলেন, আল্লাহ
মার জিনিস তুমি নিয়েছ। তুমি তাকে ক্ষমা
যারা তাকে হত্যা করেছে তাদেরকেও
ক্ষমা কর। নিউটনের স্ত্রী মিষ্টি চিৎকার
র কাঁদতে কাঁদতে মূর্ছা যান।
ন মাসের শিশুসন্তান নায়লাকে বুকে
নি বলেন, আমার নায়লাকে কারা
ল। কয়েকশ লোক একে অপরকে
র কাঁদছিলেন।
কা মেডিকেল কলেজের ... ফরে
ভাগীয় প্রধান নিউটনের লাশের ময়না
রন। বিকাল সোয়া ৪টায় ময়নাতদন্ত
। বিএনপি মহাসচিব ও স্থানীয় সর
ী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী আবদুল
য়া, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান
ায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী মীর্জা আব্বাস,
তমন্ত্রী উকিল আবদুস সাত্তার, মহ
এনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ অ
লামসহ বিএনপির বিভিন্ন
তাকর্মীরা নিউটনের লাশ
সপাতাল ও মর্গে আসেন।

তক কে : নিউটনের ঘাতক কে
াপারে নিউটনের পরিবার ও পুলিশ
র কিছু জানাতে পারেনি। রাত
নায় মামলাও দায়ের করা হয়নি।
উটনের ঘনিষ্ঠজনরা জানিয়েছেন,
মিশনার নির্বাচন নিয়ে রিপন,
ফকসহ কয়েকজনের সঙ্গে তার
ল, পাশাপাশি শীর্ষ সন্ত্রাসী কালা জাহ
ব্বাস ওরফে কিলার আব্বাস, খোর
মর ফারুক কচি গ্রুপের সঙ্গে তার
য়ছিল। পুলিশের সন্দেহ কালা জা
পই নিউটন হত্যার সঙ্গে জড়িত
রে। তবে ঘাতক যেই হোক সে
উটনের খুব কাছের লোক।

উটনের পরিচয় : মিরপুর ১ নম্বর
/২২ নিবাসী হাজী মোঃ ওয়ালিউর রহ
অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার) ৫ ছেলের মধ্যে
াঃ সাইদুর রহমান নিউটন। শি
াগ্যতা এমএসএস (অর্থনীতি)।
লে ওয়ার্ড ছাত্রদল সভাপতি হন। ব
াতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় কমিটির
ভাপতি। সক্রিয় রাজনীতিবিদ
রিচিত নিউটন বিভিন্ন সময়ে কা
রেন। গত আওয়ামী লীগ সরকারের
উটনকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের
কে ৮ বার গ্রেফতার করা হয়।
নুষ্ঠিত ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে
নং ওয়ার্ড থেকে হাতি মার্কায় কমি
র্বাচিত হন। তার বড় ভাই ও ছোট
আমেরিকা প্রবাসী। নিউটন ঢাকা-৮ আ
ংসদ সদস্য নাসিরউদ্দিন পিন্টুর
িষ্টিকে বিয়ে করেন। নিউটন-মিষ্টি দম্
মাসের নায়লা ওরফে তিলোত্তমা নামে
ন্যাসন্তান রয়েছে। গতকাল নিউটনের
ংবাদ পেয়ে নাসিরউদ্দিন পিন্টুর স্ত্রী

কমিশনার সাইদুর রহমান নিউটনের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে বিএনপি মহাসচিব এবং এলজিআরডি মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়াসহ নেতৃবৃন্দ তীব্র নিন্দা ও শোক প্রকাশ করেছেন। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে হত্যাকারী সন্ত্রাসীদের খুঁজে বের করে গ্রেফতারের জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

বিএনপি মহাসচিব তার বিবৃতিতে নিন্দা ও শোক প্রকাশ করে বলেন, সন্ত্রাস দমনে বর্তমান সরকার আন্তরিক। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কঠোর ব্যবস্থা নিলেও সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন সময় আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটাতে তৎপর রয়েছে। যখনই পরিস্থিতির উন্নতি হয় তখনই সুপরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হচ্ছে। তিনি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আরও কঠোর ও সতর্ক হওয়ার পাশাপাশি যে কোন মূল্যে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের মাধ্যমে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করার আহ্বান জানান। তিনি নিউটনের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

সৌদি আরব থেকে পাঠানো এক বার্তায় ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়র মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রী সাদেক হোসেন খোকা এ হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়ে খুনিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন।

জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সভাপতি খাদ্যমন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমান, জাসাস সভাপতি চলচ্চিত্রাভিনেতা ওয়াসিমুল বারী রাজীব, স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি রিজভী আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক ফজলুল হক মিলন, মহানগর বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক আবদুস সালাম, ছাত্রদল ঢাকা মহানগর (উত্তর) সভাপতি রওনাকুল ইসলাম টিপু ও সাধারণ সম্পাদক আবদুস সাত্তার পৃথক বিবৃতিতে নিউটন হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা এবং গভীর শোক প্রকাশ করেন।

ছাত্রদলের কর্মসূচি : নিউটন হত্যার প্রতিবাদে ঢাকা মহানগরী ছাত্রদল আজ মিরপুর ১০ নং গোলচক্কর থেকে শোক র‍্যালি, আগামীকাল বিকালে বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশ ও আগামী মঙ্গলবার মহানগর ছাত্রদল কার্যালয়ে মিলাদ মাহফিলের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।